ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 155 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৫৫ ● কলকাতা ● ২৫ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● ০৯ জুন ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শতাব্দীর বাড়িতে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদের বৈঠক, আচমকা হাজির শুভেন্দুও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: লোকসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে নিজেদের দলনেতা বেছে নিতে সোমবার (৮ জুন) রাতে শতাব্দী রায়ের বাড়িতে বৈঠকে বসেছেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা। আর ওই বৈঠক শুরুর মুখেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর হাজির হওয়া নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী সাংসদদের নেতৃত্ব কে দেবেন তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সন্ধ্যায় বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়ের বাংলোতে ফের বৈঠকে বসেছেন বিদ্রোহী শিবিরের সাংসদরা। বৈঠকে যোগ দিতে এদিন সবার আগে পৌঁছে যান মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান ও বোলপুরের সাংসদ অসিত কুমার মাল। সন্ধে সাতটা নাগাদ পৌঁছান জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শর্মিলা সরকার ও কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বসুনিয়া।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষরা মনে করছেন, 'বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে বিশেষ বার্তা নিয়েই তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের বৈঠকে হাজির হয়েছেন শুভেন্দু।'

এদিন সকালেই তৃণমূলের

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 314

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এইরকম লাগছিল যেন জীবন এখানে থেমে যায় আর সারাজীবন এই সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের আনন্দ নিতে থাকি। সেখানে কোন মানুষ ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই ওখানের বৃক্ষের সঙ্গে, ওখানের লতার সঙ্গে, ওখানের পাথরের সঙ্গে, ওখানের মাটির সঙ্গে অনুরাগ হয়ে গিয়েছিল। আমি গাছের সঙ্গে কথা বলতাম। **ক্রমশঃ**

তাণ্ডবে স্তব্ধ কৃষক বাজার, রাস্তায় নামলেন চাষিরা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা কৃষক বাজারে বহিরাগতদের তাণ্ডবকে কেন্দ্র করে সোমবার দিনভর উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।অভিযোগ, রবিবার রাতে একদল বহিরাগত যুবক কৃষক বাজারে ঢুকে ব্যবসায়ীদের উপর হামলা চালায়।তাঁদের মারধর করা হয়, কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং জোরপূর্বক একাধিক দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়।এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকেই কৃষক বাজারের ব্যবসায়ীরা অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন এবং বাজারের অধিকাংশ দোকান বন্ধ রাখেন। এর জেরে সমস্যায় পড়েন স্থানীয় কৃষকেরা। দুপুরের দিকে বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষিপণ্য নিয়ে বাজারে আসা চাষিরা দেখতে পান, ব্যবসায়ীরা পণ্য কিনছেন না। ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে তাঁরা রাস্তা অবরোধে সামিল হন।প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলা ওই অবরোধের ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়।এদিকে, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ব্যবসায়ীরা ফালাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ (এফআইআর) দায়ের করেন। পরে বিকেলের দিকে ব্যবসায়ীরা পুনরায় কৃষিপণ্য কেনাবেচা শুরু করলে বাজারের স্বাভাবিক কার্যক্রম ফিরে আসে এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়। এবিষয়ে ফালাকাটা থানার আইসি নিতেশ লামা বলেন, একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডিগবাজি খেলেন ফিরহাদ, মমতার হাত ছেড়ে ঋতব্রতদের শিবিরে দিলেন যোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শেষে তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের শিবিরে যোগ দিলেন ফিরহাদ হাকিমও! তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়রের ভোলবদলকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য রাজ্য রাজনীতিতে। আজ, সোমবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন ফিরহাদ।যদিও কেন ফিরহাদের এই সাক্ষাৎ? জল্পনা চলছেই। বিদ্রোহী বিধায়কদের সংখ্যাটা বাড়বে? গতকাল, রবিবার এই প্রশ্নই করা হয়েছিল বাগনানের তৃণমূল বিধায়ক অরুণাভ সেনকে। তাঁর উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘অপেক্ষা করলে সব জানতে পারবেন। সোমবার বড় মাছ আসবে আমাদের শিবিরে।’ তাহলে অরুণাভ সেনের কথা অনুযায়ী ফিরহাদ হাকিমই ‘বড় মাছ,’? জল্পনা তুঙ্গে।সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা। সূত্রের খবর, আজ, সোমবারই তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিতে পারেন ফিরহাদ হাকিম। যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ দেখান তৃণমূল বিধায়করা। বিধানসভার বিরোধী দল হওয়ার দাবি জানিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিঠি স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুকে দিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে বিধায়কদের সই ছিল। যদিও সেই চিঠিতে থাকা সমস্ত সই জাল বলে অভিযোগ করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহারা। এই বিষয়ে বিধানসভার স্পিকারের কাছে অভিযোগ জানান তাঁরা। তারপরেই সই জাল কাণ্ড

এরপর ৩ পাতায়

বদলি হল আইজি থেকে অনেক পুলিশ সুপারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বদলি করা হল কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি (ট্রাফিক) রূপেশ কুমারকে। বিধানসভা ভোটের আগে এই রূপেশকে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যাক' (গোলাম) বলেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে সরানো হয়েছে এসটিএফে। অন্য দিকে এত দিন ফাঁকা ছিল কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম)। সেই পদেও নিয়োগ করা হয়েছে। সেখানকার যুগ্ম কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বদলি হয়েছেন আইপিএস মুরলীধর শর্মা। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি জেলায় পুলিশ সুপারকেও বদলি করা হয়েছে।বারাসত পুলিশ জেলার এসপি ছিলেন মিস পুষ্পা। তাঁকে পাঠানো হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের এসপি করে। বারাসতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিআইডি থেকে যাওয়া জে মার্সিকে। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার হয়েছেন অতুল ভি। পূর্ব বর্ধমানের এসপি সায়ক দাসকে পাঠানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের ডিসি (উত্তর) করে। ঈশানি পাল ছিলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চন্দ্রশেখর বর্ধনকে। হাওড়া গ্রামীণের এসপি ছিলেন সুবিমল পাল। তাঁকে কলকাতা পুলিশের ডিসি (ইএসডি) করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে অমিত বর্মাকে। হুগলি

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ডিগবাজি খেলেন ফিরহাদ, মমতার হাত ছেড়ে ঋতব্রতদের শিবিরে দিলেন যোগ

নিয়ে স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসুর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করছে সিআইডি। আর সেই সই জাল কাণ্ডের পরেই ক্ষুব্ধ হন ৫৮ জন তৃণমূল বিধায়ক। দলনেত্রী মমতার নির্দেশ অমান্য করে পরিষদীয় নেতা হিসেবে ঋতব্রতকে নির্বাচন করে স্পিকারের কাছে চিঠি জমা দেন বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়করা। স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু সবটা বিচার করে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রতের নামই ঘোষণা করে। তারপর থেকেই শুরু হয় তৃণমূল ভাঙার খেলা। সেই থেকেই ঋতব্রত দাবি করে এসেছেন, এই বিদ্রোহীদের সংখ্যাটা বাড়বে। ৬০-জন বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন। তার মাঝেই আজ, সোমবার দেখা যায় ফিরহাদ হাকিমকে বিরোধী দলনেতা ঋতব্রতের ঘরে যেতে।

(২ পাতার পর)

বদলি হল আইজি থেকে অনেক পুলিশ সুপারের

গ্রামীণের এসপি ছিলেন সানিরাজ। তাঁকে পুরুলিয়ার এসপি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে কুনওয়ার হুসেন সিংহকে। বদলি করা হল কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি (ট্রাফিক) রূপেশ কুমারকে। বিধানসভা ভোটের আগে এই রূপেশকে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যাক' (গোলাম) বলেছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে সরানো হয়েছে এসটিএফে। অন্য দিকে এত দিন ফাঁকা ছিল কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম)। সেই পদেও নিয়োগ করা হয়েছে। সেখানকার যুগ্ম কমিশনারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বদলি হয়েছেন আইপিএস মুরলীধর শর্মা। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি জেলায় পুলিশ সুপারকেও বদলি করা হয়েছে। আইপিএস কুণাল অগ্রবালকে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম) নিয়োগ করা হয়েছে। সেখানে এত দিন ছিলেন যুগ্ম কমিশনার পদের এক আধিকারিক। ওই পদে ছিলেন সোমা দাস মিত্র। তাঁকে বদলি করা হয়েছে আইজি (পলিসি) পদে। রূপেশকে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) থেকে ডিআইজি (এসটিএফ) করা হয়েছে। ভোটের আগে শুভেন্দু জানিয়েছিলেন, নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত কলকাতা পুলিশের নতুন কমিশনার (সিপি) অজয় নন্দের কাজে তিনি খুশি নন। সেই সময় রূপেশকেও একহাত নিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ''রূপেশ কুমার নামে এক জন অফিসারের কথায় চলছেন কমিশনার। তিনি মমতার জ্যাক (গোলাম)।'' পালাবদলের পরে বদলি হলেন রূপেশ। রাজ্যে আইজি, ডিআইজি, ডিসি এবং এসপি স্তরেও বদলি হয়েছে। হুগলি (গ্রামীণ), হাওড়া (গ্রামীণ), পূর্ব বর্ধমান, বারাসত, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ দিনাজপুর, বারুইপুর, কৃষ্ণনগর, পুরুলিয়ার এসপিও বদলি হয়েছেন। মুরলীধরকে আইজি (আইবি) পদে বসানো হয়েছে। বিধানসভা ভোটের আগে গত এপ্রিলে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার পদ থেকে সরানো হয়েছিল মুরলীধরকে। তার আগে মুরলীধরকে ভোটের পর্যবেক্ষক হিসাবে তামিলনাড়ুতে পাঠানোর কথা বলেছিল কমিশন। পরে সেই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় তারা। বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার পদেই থেকে যান মুরলী।

(২ পাতার পর)

শতাব্দীর বাড়িতে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদের বৈঠক, আচমকা হাজির শুভেন্দুও

বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা কাকলি ঘোষদস্তিদারের বাংলোতে বৈঠকে বসেছিলেন ঘাসফুল শিবিরের বিদ্রোহী সাংসদরা। কমপক্ষে ১৪ সাংসদ ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন। পরে ওই সাংসদরা এনডিএ'তে যোগ দেওয়ার আর্জি নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিজেপির অন্যতম রাজনৈতিক ম্যানেজার ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে। ঘটনাচক্রে ওই সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেলা দুটো পর্যন্ত চলে বৈঠক। বিদ্রোহী শিবিরের নেত্রী কাকলি ঘোষদস্তিদার পরে সাংবাদিকদের জানান, ২০ জন সাংসদ নিজেদের আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি চেয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছেন। ওই ২০ সাংসদ এনডিএ'কে সমর্থন জানানোরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিন অবশ্য দিল্লিতে ছিলেন না লোকসভার অধ্যক্ষ। তিনি চণ্ডীগড়ে গিয়েছিলেন। রাজধানীতে ফিরলে ফের তাঁর সঙ্গে দেখা করা হবে।

তৃণমূল জমানার ভুল নয়! সিবিআই তদন্তে শর্তসাপেক্ষে ছাড়পত্র দিল রাজ্য সরকার, জারি বিজ্ঞপ্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গে তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআইকে ছাড়পত্র দিল রাজ্য সরকার ।সোমবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, কোন ধরনের মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সরাসরি তদন্ত করতে পারবে এবং কোন ক্ষেত্রে রাজ্যের অনুমতি বাধ্যতামূলক হবে ।তবে অন্যদিকে, রাজ্য সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত মামলাগুলিতে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকছে। অর্থাৎ সেই ধরনের তদন্তে সিবিআইকে আলাদা করে অনুমতি নিতে হবে। এই শর্তের মাধ্যমে রাজ্য সরকার তদন্তের ক্ষেত্রগুলিকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে দিয়েছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

নতুন বিজ্ঞপ্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গে সিবিআই তদন্তের পরিধি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে দীর্ঘদিনের জল্পনার অবসান হল বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। তবে বাস্তবে এই নীতির প্রয়োগ কীভাবে হয় এবং ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলিতে তার কী প্রভাব পড়ে, সেদিকেই এখন নজর থাকবে ।সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অভিযোগ বা অপরাধের তদন্ত করতে পারবে সিবিআই। এমনকি

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

কলকাতার পর দিল্লিতেও দু ভাগ তৃণমূল! জোড়া ধাক্কায় জোড়াফুল প্রতীকও হারাবেন মমতা?

কলকাতার পর এবার দিল্লিতেও ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভায় তৃণমূলের দুই তৃতীয়াংশের বেশি সাংসদই এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ফলে কলকাতা এবং দিল্লির জোড়া ধাক্কায় এবার নিজের দল এবং প্রতীকও মমতার হাতছাড়া হবে কি না, তা নিয়েই এখন চর্চা শুরু হয়েছে।

সংখ্যা যার, প্রতীক তার

বিধানসভায় তৃণমূলের দুই তৃতীয়াংশের বেশি বিধায়ক ইতিমধ্যেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। সংখ্যাটা ইতিমধ্যেই ৬০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিধানসভার পর এবার লোকসভার দুই তৃতীয়াংশের বেশি সাংসদও বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। লোকসভায় তৃণমূলের ২৮ জন সাংসদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ২০ থেকে ২২ জন সাংসদ বিদ্রোহী শিবিরে এককাট্টা হয়েছেন।

বিধানসভা, লোকসভার পর এবার রাজ্যসভার দুই তৃতীয়াংশ তৃণমূল সাংসদও যদি বিদ্রোহী হন, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপ আরও বাড়বে। কারণ নির্বাচন কমিশনের আইন অনুযায়ী, বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভা এবং পুরসভা ও পঞ্চায়েত স্তরে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের সিংহভাগই যদি বিদ্রোহী শিবিরকে সমর্থন করেন, তাহলে বিক্ষুব্ধরা নির্বাচন কমিশনের কাছে তৃণমূল দলের নাম এবং প্রতীকের দাবি জানাতে পারেন। একই সঙ্গে দলের পদাধিকারীদের সমর্থনও বিদ্রোহীদের দিকেই থাকতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সম্ভাবনাই প্রবল বলে মত রাজনৈতিক মহলের। সেক্ষেত্রে দল এবং প্রতীক বাঁচাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মরিয়া হয়ে কী পদক্ষেপ করেন, তা নিয়েও জাতীয় রাজনীতিতে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

লোকসভার বিদ্রোহী সাংসদরা জানিয়েছেন, আদি তৃণমূলের থেকে সংসদে তাঁরা নিজেদের আলাদা করছেন। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের দাবি, দেশ এবং বাংলার স্বার্থে আগামী তিন বছর তাঁরা এনডিএ-র সঙ্গে থাকতে চাইছেন। আবার বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, তাঁরা বিধানসভায় বিজেপি-র বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন। রাজ্য সরকারের গঠনমূলক সমালোচনাও করবেন। শুধু তাই নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই তাঁদের প্রধান পরামর্শদাতা হওয়ারও অনুরোধ করেছিলেন ঋতব্রত। তবে লোকসভায় সাংসদদের বিদ্রোহের পর তাঁদের সঙ্গে তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের বৈঠক হলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই এখন দেখার।

মুখ ফেরাচ্ছেন মমতার পুরনো সঙ্গীরাও

একদিকে যখন দল ভাঙছে, তখন মমতার পুরনো অনুগত নেতারাও একে একে তৃণমূলনেত্রীর থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। এ দিনই বিধানসভায় গিয়ে বিরোধী দললনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন মমতার অন্যতম আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিত ফিরহাদ হাকিম। আবার তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব হয়ে দলের নতুন রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দলের বর্ষীয়ান বিধায়ক অশোক দেব।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেটি কিনা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

তাই মানুষ একমাত্র ভরসা করে ভগবানকে, এই মানুষ তার কর্মক্ষমতা আর ত্যাগ কারনে জগতে ঈশ্বর হয়ে ওঠেন! রণে বনে জলে জঙ্গলে যেখানে বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিবে আমি তোমাকে রক্ষা করিব।জয় বাবা লোকনাথ এই মন্ত্র জীবনের পথকে আরও সুদৃঢ. করে জীবনকে এক উন্নত ও আলোর পথের ঠিকানা দেয় । প্রতিটি কাজ করার আগে বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করলে সেই কাজ ভাল হয়ে থাকে । বারদীর ব্রহ্মচারী বাবা

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ধরা পড়েছে ফলতার দাবাং নেতা জাহাঙ্গির খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যজুড়ে খুন,জখম ও দুর্নীতির একাধিক অভিযোগে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান জোরদার হয়েছে,বিভিন্ন জায়গায় গা ঢাকা দিচ্ছেন শাসকদলের নেতারা। ধরা পড়েছে ফলতার দাবাং নেতা জাহাঙ্গির খান। সেই সময় নন্দীগ্রামে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। থানায় এসে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলেন নন্দীগ্রামের দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ আলরাজি। আলরাজির আত্মসমর্পণ নিয়ে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য চন্দন কুমার দাস বলেন, অনেক আগেই আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল। ও একজন জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদী। এতদিন আত্মসমর্পণ করেছিল যখন বুঝল আর কোনও উপায় নেই তখন বাধ্য হয়েই ধরা দিতে এসেছে। এর আগে আর এক সন্ত্রাসী-ক্রিমিন্যাল ধরা পড়েছে। দেবব্রত মাইতি খুনের আসামী, ব্যাঙ্কের নির্বাচনে হিংসায় জড়িত। এলাকায় যত অপরাধ, তোলাবাজি হয় তার পেছনে এরা। ২০২১ সালের

এরপর ৬ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সোনা রুপো লোহা ও তামা, এই চারটি ধাতুকে শনিদেব চরণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন – যখন কোনও নারী বা পুরুষের ধনসম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত কিছু নাশ করেন তখন ছায়ার সুপুত্র শনিদেব আসেন লোহার চরণে অর্থাৎ ওই চরণে অশুভ প্রভাব ফেলেন তিনি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

তৃণমূল জমানার ভুল নয়! সিবিআই তদন্তে শর্তসাপেক্ষে ছাড়পত্র দিল রাজ্য সরকার, জারি বিজ্ঞপ্তি

কোনও মামলায় যদি কেন্দ্রীয় কর্মী বা কেন্দ্রীয় সংস্থার যোগসূত্র থাকে, তা হলে সেই মামলায় জড়িত বেসরকারি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত চালানোর অধিকার থাকবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।

তবে রাজ্য সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ কোনও সরকারি কর্মীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে হলে সিবিআইকে আগাম লিখিত অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সরাসরি তদন্ত শুরু করতে পারবে না। সেই ক্ষেত্রে রাজ্যের সম্মতি অপরিহার্য।

স্বরাষ্ট্র দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দিল্লি স্পেশ্যাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট আইন, ১৯৪৬-এর ধারা ৬ অনুযায়ী এই সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। ওই আইন অনুসারেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সিবিআই তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতির বিষয়টি নির্ধারিত হয়।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইতিমধ্যেই সিবিআইকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারকেও বিজ্ঞপ্তির কপি পাঠানো হয়েছে। ফলে তদন্ত সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশিকাই কার্যকর হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগের তদন্তের ক্ষেত্রে এই ছাড়পত্র কার্যকর থাকবে। প্রশাসনের ব্যাখ্যায়, এই ধরনের অপরাধের তদন্তের দায়িত্ব সিবিআই-র উপরই ন্যস্ত করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড থেকে যুক্তরাজ্যে তাজা আম রপ্তানির প্রথম চালানটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে এপিইডিএ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঝাড়খণ্ড থেকে কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের অধীনস্থ 'এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড প্রসেসড ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' (এপিইডিএ) ঝাড়খন্ড থেকে যুক্তরাজ্যে তাজা আমের প্রথম বাণিজ্যিক চালানটি আনুষ্ঠানিকভাবে রওনা করিয়েছে। ৪ জুন ২০২৬ তারিখে কলকাতায় এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

এই চালানে ঝাড়খণ্ডের সিমডেগা জেলার বানো ব্লকে অবস্থিত সম্পূর্ণ নারী-চালিত 'ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি' (এফপিসি)—'বেউরা ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড'-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করা ১.৫ মেট্রিক টন তাজা 'আম্রপালি' জাতের আম রয়েছে। কলকাতার মেসার্স জেজিবি অ্যাগ্রোফ্রেশ প্রাইভেট লিমিটেড এই চালানটি যুক্তরাজ্যের লন্ডনে রপ্তানি করছে।

সিমডেগা জেলার ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি, ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও) এবং প্রগতিশীল কৃষকদের জন্য ৫ মে ২০২৬ তারিখে এপিইডিএ কর্তৃক আয়োজিত রপ্তানি-মুখী সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি-র সূত্র ধরেই এই রপ্তানি প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে রপ্তানির প্রয়োজনীয় শর্তাবলি, গুণমানের মানদণ্ড এবং বাজারের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।

পরবর্তীকালে, এপিইডিএ ওই জেলা থেকে রপ্তানি যোগ্য মানের আম সংগ্রহের লক্ষ্যে 'বেউরা ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেড' এবং 'মেসার্স জেজিবি অ্যাগ্রোফ্রেশ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। বর্তমান চালানটি সেই উদ্যোগেরই ফল।

এই সংযোগ স্থাপনের ফলে রপ্তানি মূল্য শৃঙ্খলে সংশ্লিষ্ট এফপিসি-র সরাসরি অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে এবং এর সদস্য কৃষকরা আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিক্রির সুযোগ পেয়েছেন। এই এফপিসি-র সঙ্গে যুক্ত কৃষকরা স্থানীয় বাজারে প্রচলিত দরের তুলনায় তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য অধিক মূল্য পেয়েছেন।

এই উদ্যোগটি ওই অঞ্চলের কৃষক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গুণমান-সম্মত উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ, ফসল-পরবর্তী উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলার প্রবণতাকে উৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উদ্যানজাত ফসল চাষের জন্য ঝাড়খণ্ডে অনুকূল কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতি বিদ্যমান। রাজ্যে উৎপাদিত 'আম্রপালি' জাতের আম তার গুণমান এবং বাজারে ব্যাপক চাহিদার জন্য সুপরিচিত। এই চালানের মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড আন্তর্জাতিক বাজারে তাজা ফল রপ্তানিকারক রাজ্যগুলোর তালিকায় যুক্ত হলো।

এপিইডিএ বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, গুণমান উন্নয়ন ব্যবস্থা, ট্রেসেবিলিটি (পণ্যের উৎস ও গতিপথ শনাক্তকরণ) ব্যবস্থা এবং রপ্তানি প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যের রপ্তানিতে সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া, এই সংস্থাটি নারী-চালিত ও উপজাতি-পরিচালিত উৎপাদক সংগঠনসহ বিভিন্ন কৃষক গোষ্ঠীর কৃষি পণ্য রপ্তানিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে থাকে।

ঝাড়খণ্ড থেকে তাজা আমের প্রথম বাণিজ্যিক চালান রপ্তানির বিষয়টি রাজ্যের কৃষক উৎপাদক সংগঠনগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ট্রাম্প সত্যিই কি পারবেন নেতানিয়াহুকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে: বিশ্লেষণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাল্টাপাল্টি হামলা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে ইরান ও ইসরায়েল।

সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুরোধে ইসরায়েল ইরানে হামলা স্থগিতের ঘোষণা দেওয়ার পর তেহরানও একই ঘোষণা দেয়।

এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে- ট্রাম্প পারবেন কি নেতানিয়াহুকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে?

এ বিষয়ে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ইসরায়েলের নেতানিয়াহু সরকারের ওপর কেবলমাত্র টেলিফোনে আলোচনা বা কূটনৈতিক কথাবার্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়- এমন মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক নীতিবিষয়ক বিশ্লেষকরা। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভবিষ্যতে ইসরায়েলের যুদ্ধনীতি নিয়ন্ত্রণে কতটা বাস্তবিক বা কার্যকর চাপ প্রয়োগ করবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক সংকট বিশ্লেষণ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের বিশ্লেষক ডেভিড উডস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ইসরায়েলের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা কেবল কূটনৈতিক বার্তা বা ফোনালাপের মধ্যেই সীমিত নয়। বরং এর পরিধি আরও অনেক বিস্তৃত ও কৌশলগত।

তার ভাষায়, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত প্রভাবের ক্ষেত্র হলো বাস্তবিক চাপ প্রয়োগের সক্ষমতা- যা শুধু অস্ত্র বিক্রি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রয়োজন হলে গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি সীমিত করা অথবা ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা সহযোগিতায় অংশ না নেওয়ার মতো সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই ধরনের 'বাস্তবিক লিভারেজ' বা কার্যকর চাপ ইসরায়েলের নীতিনির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল একটি বিষয়। কারণ সামরিক ও গোয়েন্দা সহযোগিতার ওপর ইসরায়েলের নিরাপত্তা কাঠামো অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই এমন কঠোর পদক্ষেপ নেয়, তাহলে তা ইসরায়েলের সামরিক ও কৌশলগত পরিকল্পনায় সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ধরনের কঠোর অবস্থানে যাবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অন্যদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারের সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই জটিল ও বহুমাত্রিক। বিশেষ করে সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি ও আঞ্চলিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সমন্বয় এবং চাপ-প্রতিক্রিয়ার ভারসাম্য আরও স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত নীতি-প্রভাব কেবল বিবৃতিতে নয়, বরং সামরিক সহায়তা, গোয়েন্দা সহযোগিতা এবং প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের মতো বাস্তব উপাদানের ওপর নির্ভর করে। ফলে ভবিষ্যতে ওয়াশিংটন কতটা কঠোর অবস্থান নেয়, সেটিই ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নতুন দিক নির্ধারণ করবে।

তবে ইসরায়েল ও ইরানের সর্বশেষ সংযম কতক্ষণ টিকবে তা নিয়ে সংশয় রয়েই গেছে। কেননা, এর আগে রবিবারও ট্রাম্প বলেছিলেন- ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে হামলা পরিচালনা করবে না। তারপরও সোমবার ইরানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

(৪ পাতার পর)

ধরা পড়েছে ফলতার দাবাং নেতা জাহাঙ্গির খান

নির্বাতনের পর যে হিংসা হয়েছিল তারও এক, দুই, তিন নম্বর আসামী এরা। এরা ধরা পড়েছে। নন্দীগ্রামের মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে। চাইব, আইনি ব্যবস্থা অনুযায়ী এরা যেন জেলের বাইরে বের হতে না পারে। একসময় আমাদের মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে ৫ মাস জেল খাটিয়েছে। ব্যাঙ্ক কাজ করতাম, ম্যানেদার পোস্টে। আজ তাদের শাস্তি পেতে হচ্ছে। আগামী দিনে অনেক উইকেট পড়বে। শেখ আলরাজি নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য হিসেবেও পরিচিত। তিনি নন্দীগ্রামের কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা।

সূত্রের খবর, আজ সোমবার তিনি নিজে নন্দীগ্রাম থানায় এসে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তার বিরুদ্ধে নন্দীগ্রামে ২০২১ থেকে ভোট পরবর্তী হিংসায় খুন হওয়া দেবব্রত মাইতি ও রথী বালা আড়ির মৃত্যুর ঘটনাসহ সমবায় নির্বাচনের সময় কাঞ্চননগর বিদ্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

থানায় আত্মসমর্পণ করে শেখ আলরাজি দাবি করেন, তিনি এই ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত নন। যদিও পুলিস তাকে গ্রেফতার করেছে। আজ তাকে হলদিয়া মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে নন্দীগ্রামের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সিনেমার খবর

সবসময়ই নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা জরুরি: সোনাক্ষী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনয় ক্যারিয়ারে প্রথমবার আইনজীবীর চরিত্র পর্দায় তুলে ধরছেন বলিউড তারকা সোনাক্ষী সিনহা। তবে সিনেমা নয়, ওয়েব সিরিজে নতুন এই চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। আনন্দবাজারসহ ভারতের একাধিক সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা গেছে, 'দহাড়'-এর পর আরও একবার ওটিটি পর্দায় দেখা মিলতে যাচ্ছে সোনাক্ষী সিনহাকে।

'সিস্টেম' নামে কোর্টরুম ড্রামা সিরিজে তিনি অভিনয় করছেন একজন আইনজীবীর চরিত্রে। যেখানে তাঁকে চলমান ভারতের চলমান সিস্টেমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে দেখা যাবে। সিরিজে সোনাক্ষীর সহশিল্পী আছেন দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার আলোচিত অভিনেত্রী জ্যোতিকা এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেতা আশুতোষ গোয়ারিকের। তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন চরিত্রে আরও অভিনয় করবেন– নিশান্ত সিং, বিক্রান্ত কোহলি, আদিনাথ কোঠারে, গৌরব পান্ডে, অজয় মাধক, দিবিজা গম্ভির প্রমুখ।

'সিস্টেম'র কাহিনি লিখেছেন যৌথভাবে হারমান বেওজা, অক্ষান্ত ঘিলদিয়াল ও তাসনিমতাসনিম লক্ষন্ডওয়ালা। পরিচালনা করেছেন অশ্বিনী আইয়ার তিওয়ারি। চলতি সপ্তাহে সিরিজটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন প্রাইমে মুক্তি পাচ্ছে।

এদিকে কিছুদিন আসে সোনাক্ষী আলোচনায় এসেছিলেন নেটিজেনদের ট্রোলের জাবাব দেওয়া নিয়ে। সামাজিক মাধ্যমে ক্রমাগত ট্রলিং ও নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের পরিমাণ এতটাই বেড়ে গেছে যে, একা দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব। তবে পরিবারকে লক্ষ্য করে আক্রমণ এলে তিনি কখনোই চুপ থাকবেন না, তা-ও জানিয়েছিলেন 'দাবাং'-খ্যাত এই অভিনেত্রী।

বলিউডের অভিনেত্রীদের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ট্রলিংয়ের শিকার হওয়া নতুন কিছু নয়। চেহারা, পোশাক থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন– কোনো কিছুই বাদ যায় না সমালোচনার ধারালো তীর থেকে। কিন্তু তারকা হলেও, তাদেরও তো ধৈর্য এবং সহনশীলতার একটি সীমা থাকে। ঠিক সেই কথাই এবার অকপটে স্বীকার করেছেন সোনাক্ষী সিনহা।

সমাজিক মাধ্যম খুললেই যে অঢেল নেতিবাচকতা চোখে পড়ে, সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, 'আমি মনে করি, সবসময়ই নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখন নেতিবাচকতার পরিমাণ এতই বেশি যে, একজন মানুষ হয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। এটা সত্যিই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

তাঁর কথায়, "পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে, প্রতিনিয়ত লড়াইয়ের পথ বেছে না নিয়ে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই সমস্ত নেতিবাচকতা আপনার সামনে হাজির হয়। কত আর লড়বেন?"– তাঁর এই প্রশ্ন আজকের ডিজিটাল দুনিয়ার আড়ালে থাকা সত্যিকে তুলে ধরে।

তবে এড়িয়ে যাওয়ারও একটি শর্ত আছে। সোনাক্ষী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কখন তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হন। বলেছেন, 'যদি কোনো মন্তব্য একেবারেই অসহনীয় হয়ে ওঠে, কিংবা কেউ যদি আমার পরিবারকে লক্ষ্য করে কিছু বলে, যা আমি কোনোভাবেই সহ্য করব না, তখন আমি অবশ্যই প্রতিবাদ করি। আমার বিশ্বাস, প্রয়োজন হলে প্রত্যেকেরই নিজের জন্য রুখে দাঁড়ানো উচিত।'

বিয়ের আগে নিজের পরিচয় ও আর্থিক স্বাধীনতা বেশি জরুরি: কঙ্গনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে এমন কিছু নাম আছে, যারা শুধু অভিনয়ের জন্য নন, ব্যক্তিত্ব ও অবস্থানের জন্যও সমান আলোচিত-সমালোচিত। সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন কঙ্গনা রনৌত। আবারও সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন। তবে এবার কোনো সিনেমা বা রাজনীতি নয় বরং বিয়ে-সম্পর্ক ও নারীর স্বাধীনতা নিয়ে তার মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

সম্প্রতি ভোপালের আলোচিত পণপ্রথা-সংক্রান্ত মৃত্যুর ঘটনার পর ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ বার্তা শেয়ার করেন কঙ্গনা। সেখানে তিনি তরুণীদের উদ্দেশে বলেন, জীবনে বিয়ের আগে নিজের পরিচয়, ক্যারিয়ার ও আর্থিক স্বাধীনতা গড়ে তোলা বেশি জরুরি।

তিনি বলেন, 'আপনি কী করেন বা আপনি কেমন মানুষ—সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কাকে বিয়ে করলেন সেটা বেশি গুরুত্ব বহন করে না।'

পোস্টে কঙ্গনা বলেন, শুধু সামাজিক চাপ, বয়স কিংবা পারিবারিক প্রত্যাশার কারণে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করা উচিত নয়। বরং নিজের আত্মসম্মান, আর্থিক নিরাপত্তা ও মানসিক শক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

তার এই বক্তব্য প্রকাশের পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। অনেকেই কঙ্গনার বক্তব্যকে সাহসী ও বাস্তবসম্মত বলে সমর্থন জানিয়েছেন। বিশেষ করে নারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে বলেছেন, অসুখী সম্পর্কের মধ্যে আর্থিক নির্ভরশীলতা অনেক সময় একজন নারীর পরিচয় ও আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে কেড়ে নেয়।

অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করছেন, কঙ্গনার বক্তব্য কিছুটা কঠোর এবং সব সম্পর্ক বা বিয়েকে একইভাবে বিচার করা ঠিক নয়।

সম্প্রতি ভোপালে এক নারীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় দেশজুড়ে আলোড়ন তৈরি হয়। অভিযোগ ওঠে, পণের চাপ ও মানসিক নির্যাতনের শিকার ছিলেন ওই নারী। ঘটনাটি তদন্তে বিশেষ টিমও গঠন করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পর নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন অভিনেত্রী। তার মতে, অনেক নারী এখনও শুধুমাত্র সমাজ কী বলবে—এই ভয়েই অসুস্থ সম্পর্ক থেকে বের হতে পারেন না।

ফাঁস হওয়া ভিডিও-এআই ক্লিপ নিয়ে কঠোর অবস্থানে 'কিং' নির্মাতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শাহরুখ খানের সিনেমা মানেই বক্স অফিসে উৎসব। গত কয়েক বছরে 'পাঠান' আর 'জওয়ান' দিয়ে সে উৎসব বেড়েছে কয়েক গুণ। শাহরুখের নতুন সিনেমা 'কিং'–নিয়ে শুরু থেকে চলছে তুমুল আলোচনা। তবে এবার কোনো ঘোষণা বা টিজার নয়, বরং শুটিং সেট থেকে ফাঁস হওয়া ছবি-ভিডিও এবং ভাইরাল হওয়া এআই ক্লিপ ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন চর্চা।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত অ্যাকশনধর্মী এই সিনেমার শুটিং শুরুর পর থেকেই বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছিল। অ্যাকশন দৃশ্য, গানের শুটিং ও বিভিন্ন চরিত্রের লুক সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে দীপিকা পাড়ুকোন ও অভিষেক বচ্চনের

উপস্থিত থাকা কিছু দৃশ্যও অনলাইনে ফাঁস হয়।

সম্প্রতি পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। শুটিংয়ে ছবি ও ভিডিও ফুটেজসহ এআই ক্লিপ অনলাইনে ছড়াচ্ছে অনেকে। সেটিকে 'কিং'-এর অনানুষ্ঠানিক ঝলক বা শর্ট ভার্সন বলেও মন্তব্য করেন। এমন অবস্থায় শুটিং সেটে নিরাপত্তা আরও জোরদার করেছেন নির্মাতা।

প্রযোজনা সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের দাবি, সিনেমাটির গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য এবং ক্লাইম্যাক্সের অংশ বাইরে চলে যাওয়ায় নির্মাতারা বেশ উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে এআই ব্যবহার করে সিনেমার সম্ভাব্য গল্প উপস্থাপন করার বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে টিমের ভেতরে।

এর আগেও পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ ভক্তদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, 'কিং'-এর ফাঁস হওয়া কোনো ভিডিও বা ছবি যেন সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার না করা হয়।

এদিকে সিনেমাটির শুটিং এখন শেষ পর্যায়ে। বর্তমানে মুম্বাইয়ের ঘোডবন্দর রোড এলাকায় চলমান শুটিংয়ে নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে বলে জানা গেছে। গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ধারণের সময় সেটে প্রবেশ ও চলাচলেও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ সালে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে 'কিং'।

সেই স্পিন মন্ত্রেই বাজিমাত, বিশাল ব্যবধানে আফগানিস্তান বধ ভারতের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিউ চণ্ডীগড়: মুল্লানপুরে জয়তিলক ভারতের। একমাত্র টেস্টে আফগানিস্তানকে ইনিংস ও ৩০০ রানের ব্যবধানে হারাল ভারতীয় দল। এটিই টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়। এর ফলে বহুদিন পর টেস্ট ক্রিকেটে জয় পেল ভারত। এর আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৭২ রানে হারিয়েছিলেন কোহলিরা। তবে এবার সেই ব্যবধানও ভেঙে দিলেন গিলরা।

ভারতের তোলা ৫৬৪ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসেই মাত্র ১৫২ রানে অল আউট হয়ে গিয়েছিল আফগানিস্তান। অভিষেক টেস্টেই ৬ উইকেট নিয়েছেন মানব সুতার। এর পাশাপাশি একগাদা রেকর্ডও গড়েছেন মানব। ১৯৮৮ সালে চেন্নাইতে নিজের অভিষেক টেস্টেই প্রথম ও দ্বিতীয় – দুই ইনিংসে ৮/৮ মিলিয়ে মোট ১৬ উইকেট পেয়েছিলেন নরেন্দ্র হিরওয়ানি। এবার ৩৭ বছর পর সেরা বোলিং ফিগার নিয়ে রেকর্ডবুকে নাম তুললেন মানব। দ্বিতীয় দিনেই ৫ উইকেট পড়ে গিয়েছিল আফগানদের। আজ শুরু থেকেই ভারতের আক্রমণের সামনে দিশেহারা ছিলেন আফগান ব্যাটাররা। একমাত্র বড় রান পেলেন রহমত শাহ (৬০)। ৪১২ রানে পিছিয়ে থেকে ফলো অনে ব্যাট করতে নামেন আফগানরা। দ্বিতীয় ইনিংসে স্পিন বোলিংয়ের সামনে ধসে পড়েন আশরাফরা। মাত্র ১১২ রানে শেষ হয়ে যায় আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস। ৩৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট পেয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ৩০ রানে ৩ উইকেট পেলেন কুলদীপ যাদব। এবার আর উইকেটপ্রাপ্তি হওয়ার রেকর্ড গড়েননি মানব। মাত্র ১ উইকেট পেয়েছেন রাজস্থানের এই স্পিনার। এর ফলে এক ইনিংস ও ৩০০ রানে ম্যাচ জিতল শুবমান ব্রিগেড।

অতীতে ২০১৮ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২৭২ রানে জিতেছিল ভারত। এবার সেই রেকর্ডও ভেঙে ফেললেন ভারতীয় দলের ব্যাটাররা। অভিষেকেই সমর্থকদের মন জিতলেন মানব সুতার। তবে, তিনি আদৌ লম্বা রেসের ঘোড়া কি না, তার উত্তর সময় দেবে। লাল বলের ক্রিকেটে আবার ভারত জিতেছে, এটাই আসল।

দীর্ঘ বিরতির পর আবারও বিশ্বমঞ্চে কলম্বিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ বিরতির পর আবারও বিশ্বমঞ্চে ফিরছে কলম্বিয়া। গত ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে না পারা দলটি এবার নতুন উদ্যমে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে। অভিজ্ঞতা ও তরুণদের সমন্বয়ে গড়া এই দলে নেতৃত্বে আছেন হামেস রদ্রিগেজ।

৩৪ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার বর্তমানে মিনেসোটা ইউনাইটেড এফসির হয়ে খেলছেন। চলতি মেজর লিগ সকার মৌসুমে ১৫ ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুইটিতে শুরুর একাদশে ছিলেন তিনি। মার্চে ফ্রান্সের বিপক্ষে এক ম্যাচে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল তাকে। তবে পরে সুস্থ হয়ে আবার জাতীয় দলে ফিরেছেন এই তারকা।

২০১৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপেএর গোল্ডেন বুটজয়ী হামেসের সঙ্গে আক্রমণভাগে বড় ভরসা হয়ে থাকবেন লুইস দিয়াজ)। এছাড়া দলে আছেন ক্রিস্টাল প্যালেস এফসি'র ডিফেন্ডার ড্যানিয়েল মুনোজ ও মিডফিল্ডার জেফারসন লেরমা। অভিজ্ঞ গোলরক্ষক দাভিদ ওসপিনাও রয়েছেন দলে।

বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দলটি রাজধানী বোগোতাতে অনুশীলন করবে। এরপর কোস্টারিকা) ও জর্ডানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে তারা। গ্রুপ পর্বে কলম্বিয়ার প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে উজবেকিস্তান), ডিআর কঙ্গো) এবং পর্তুগাল- যা গ্রুপটিকে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তুলেছে। অসুস্থতা কাটিয়ে ফেরা অধিনায়কের নেতৃত্বে কলম্বিয়ার পারফরম্যান্স এখন ভক্তদের প্রত্যাশার কেন্দ্রে।

কলম্বিয়ার বিশ্বকাপ স্কোয়াড-

গোলরক্ষক: কামিলো ভার্গাস, আলভারো মনতেরো, দাভিদ ওসপিনা।

ডিফেন্ডার: দাভিনসন সানচেজ, জন লুকুমি, ইয়োরি মিনা, উইলের দিভা, ড্যানিয়েল মুনোজ, সান্তিয়াগো আরিয়াস, ইয়োহান মোহিকা, দেইভার মাচাদো।

মিডফিল্ডার: রিচার্ড রিওস, জেফারসন লেরমা, কেভিন কাস্তানো, হুয়ান কামিলো পোর্তিয়া, গুস্তাভো পুয়ের্তা, জন আরিয়াস, হোর্হে কারাসকাল, হুয়ান ফের্নান্দো কুইন্তেরো, হামেস রদ্রিগেজ, হামিন্তোন কাম্পাস।

ফরোয়ার্ড: হুয়ান কামিলো হার্নান্দেস, লুইস দিয়াজ, লুইস সুয়ারেজ, কার্লোস আন্দ্রেস গোমেস, জন কর্দোবা।

বিশ্বকাপের আগে অস্বস্তি, প্রস্তুতি শুরুর আগেই সমস্যায় সৌদি ডিফেন্ডার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপের জন্য শেষ সময়ের প্রস্তুতি শুরুর আগে বিপাকে পড়েছেন সাউদ আব্দুলহামিদ। পাসপোর্ট চুরি হওয়ায় দলের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যেতে পারেননি সৌদি আরবের এই ডিফেন্ডার।

সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশন (এসএএফএফ) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আমস্টারডামে আব্দুলহামিদের গাড়ি থেকে তার পাসপোর্ট চুরি হয়েছে। সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্রও খোয়া গেছে।

নিজের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য পরিবারের সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামে ছিলেন ২৬ বছর বয়সী আব্দুলহামিদ। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, সোমবার রিয়াদে থাকার কথা ছিল তার। কিন্তু এখন ইউরোপের দেশটিতে আটকে গেছেন তিনি।

এবারের মৌসুমের প্রায় পুরোটায় ইতালির ক্লাব রোমা থেকে ধারে ফরাসি ক্লাব লঁসে খেলেন আব্দুলহামিদ। এই রাইট-ব্যাককে বিশ্বকাপের ৩০ সদস্যের প্রাথমিক দলে রেখেছেন সৌদি আরবের নতুন কোচ গিওর্গিওস দনিস।

বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত হতে নিউ ইয়র্ক ও টেক্সাসে ক্যাম্প করবে সৌদি আরব। সেই উদ্দেশ্যে সোমবার দেশ ছেড়েছে তারা। বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে একুয়েডর, পুয়ের্তো রিকো ও সেনেগালের বিপক্ষে তিনটি প্রীতি ম্যাচও খেলবে দলটি। দলের সঙ্গে আপাতত যোগ দিতে পারছেন না আব্দুলহামিদ। এসএএফএফ বলেছে, সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠেয় ৪৮ দলের বিশ্বকাপে 'এইচ' গ্রুপে পড়েছে সৌদি আরব। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ স্পেন, উরুগুয়ে ও কেপ ভার্দ। আগামী ১৬ জুন উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্ব মঞ্চে পথচলা শুরু করবে গত আসরে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চমক দেখানো সৌদি আরব।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR